আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১৪

২৮ আশ্বিন ১৪২১/১৩ অক্টোবর ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

জীবনব্যাপী সক্ষমতা

“দুর্যোগে মোরা নই দিশাহীন
সংগে আছেন অভিজ্ঞ প্রবীণ”

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

২৮ আশ্বিন ১৪২১
১৩ অক্টোবর ২০১৪

বাণী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১৪’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

ভৌগোলিক অবস্থান, জনসংখ্যার আধিক্য, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশ দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিধস, নদীভাঙ্গনসহ নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ দেশের জনজীবনে নিত্যদিনের ঘটনা। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে দুর্যোগের মাত্রা ও ধরণ পরিবর্তিত হওয়ার পাশাপাশি দ্রুত নগরায়নের ফলে মানবসৃষ্ট দুর্যোগও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশে বড় মাত্রার ভূমিকম্পের আশঙ্কা করছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিসহ কিভাবে সাহসীকতা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে দুর্যোগ মোকাবিলা করা যায় তার অনুশীলন অপরিহার্য।

দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের পাশাপাশি দেশের আপামর জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি। আমাদের দেশে জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বৃদ্ধ ও অসহায়। দুর্যোগের সময় এ সকল মানুষের বিপদাপন্নতা বহুগুণে বেড়ে যায়। দেশের প্রবীন ব্যক্তিদের দুর্যোগ মোকাবেলায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। দিবসটির এবছরের প্রতিপাদ্য ‘জীবনব্যাপী সক্ষমতা’ বিবেচনায় রেখে প্রবীনদের অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান বিজ্ঞানভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সমন্বয় ঘটাতে হবে। তাহলে বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ সহনশীল জাতি হিসেবে আন্তর্জাতিক অঙ্গণে অধিকতর প্রশংসিত হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১৪’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

২৮ আশ্বিন ১৪২১
১৩ অক্টোবর ২০১৪

বাণী

প্রতি বছরের মতো এবছরও ১৩ অক্টোবর আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস সমগ্র বাংলাদেশে পালিত হচ্ছে। এ বছরের মূল প্রতিপাদ্য ‘Resilience is for Life’। বাস্তবিক অর্থে, দুর্যোগ ঝুঁকি কমিয়ে আমাদের জীবন ও জীবিকাকে সুসংহত করাই হচ্ছে ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমের সার্বিক লক্ষ্য।

সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন খাতভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনে বর্ণিত ‘জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল’ ও ‘জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল’ গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সরকার স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় ‘স্থানীয় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস তহবিল’ গঠনে কাজ করছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, এনজিও এবং সুশীল সমাজ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ইতোমধ্যে আমরা ‘দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২’ এবং ‘ঘূণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা- ২০১১’ প্রণয়ন 'করেছি। প্রথমবারের মত দেশে আরও সময়োপযোগী করে ‘দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী, ২০১০’ হালনাগাদ করা হয়েছে। এতে জাতীয় পর্যায়ে থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পর্কিত সকল দায়-দায়িত্ব এবং করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দেয়া আছে। আমরা জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫ বাস্তবায়ন করছি। আমরা আইনগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গুলো অধিকতর কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছি। আমরা ‘জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট’ এবং ‘জাতীয় ভলানটিয়ার প্রতিষ্ঠান’ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমকে আরো বেগবান করা হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১৩টি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব কর্মসূচিতে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ডিজাস্টার ইমারজেন্সি রেস্পন্স, হিউমেনিটারিয়ান কোঅরডিসনেশন টাস্ক টিম এবং ন্যাশনাল ক্লাস্টার টিম গঠন ও অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সুশীল সমাজের সমন্বিত কার্যক্রম একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের হুমকি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব সত্ত্বেও আমরা এম ডি জি-র অধিকাংশই অর্জনের পথে রয়েছি এবং ইতোমধ্যে কয়েকটি অর্জিত হয়েছে। তারপরও আমাদের আত্মতুষ্টির কোন সুযোগ নেই। নারী-শিশু-বৃদ্ধ সহ যাদের ওপর দুর্যোগ বিপদাপন্নতা বেশি, তাদের অধিকতর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রবীণদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে প্রবীণসহ স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে একটি দুর্যোগ সহনশীল জাতি গঠনের কাজকে এগিয়ে নিতে হবে।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসে আমি বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জড়িত সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, বীর বিক্রম, এম. পি)

জীবনব্যাপী সক্ষমতা : দুর্যোগ প্রশমনের অন্যতম কৌশল

ভূমিকাঃ আজ আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস। বিশ্বব্যাপী দিবসটি উদযাপিত হচ্ছে এবং ঝুঁকিহ্রাস কৌশল ও কর্মসূচিগুলো পর্যালোচনার মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার কর্মপন্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিবছর ১৩ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস’। জাতিসংঘের International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) এর উদ্যোক্তা। এ বছর আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসের প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে ‘Resilience is for life’. বাংলায় যা দাঁড়ায় ‘জীবনব্যাপী সক্ষমতা’। বাংলাদেশে জীবনব্যাপী সক্ষমতা অর্জনের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে দেশব্যাপী উদযাপিত হচ্ছে দিবসটি। দিবসটি উদযাপনের জন্য ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আলোচনা অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী স্টল, শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, পোষ্টার ও দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া সকল জেলা ও উপজেলা সদরে র‌্যালী ও আলোচনা অনুষ্ঠান, শিশু চিত্রাংকণ প্রতিযোগিতা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভূমিকম্পে আত্মরক্ষার কলা-কৌশল সম্বলিত মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে।

দিবসের তাৎপর্যঃ ‘জীবনব্যাপী সক্ষমতা’ নিয়ে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদযাপিত হলেও এ বছর দিবসটি উৎসর্গ করা হয়েছে বয়স্ক ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে। UNISDR প্রতি বছরই দিবসের প্রতিপাদ্য-কে লক্ষ্য রেখে কোন বছর নারী ও বালিকা, কোন বছর প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং কোন বছর শিক্ষক-ছাত্র, জনতা'র উদ্দেশ্যে দিবসটি উৎসর্গ করেছে। এ বছর দুর্যোগকালীন সময়ে বয়স্ক ব্যক্তিদের নিরাপত্তা ও দেখভালের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হলেও প্রাধান্য পেয়েছে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় কাজে লাগানো। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। জীবন যাত্রার ক্রমাগত মানোন্নয়নের কারণে এবং গড় আয়ু বাড়ার কারণে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুর্যোগের সময়ে প্রবীণদের ওপর ঝুঁকি প্রবণতাও বেশি থাকে। প্রবীণদের দুর্যোগ থেকে সুরক্ষা দেয়ার পাশাপাশি দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে। ইতোমধ্যে সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সাত শতাধিক ইউনিয়নে দুর্যোগ ঝুঁকি শনাক্তকরণে স্থানীয় জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেখানে প্রবীণরা ঝুঁকি নিরুপণ ও ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে দুর্যোগ পূর্ব আগাম সতর্ক বার্তা প্রদান ও দুর্যোগ প্রস্তুতি কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা হচ্ছে।

আইনি কাঠামোঃ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন দুর্যোগের বিপদাপন্নতা হ্রাস করা বিশেষভাবে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সামর্থ বৃদ্ধির জন্য কার্যকর মানবিক সহায়তা কর্মসূচি গ্রহণ করা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং জরুরী সড়াদানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় জোরদারের লক্ষ্যে ২০১২ সালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২, দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (২০১০ সালে সংশোধিত), ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১১, খসড়া জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ইত্যাদিতে বয়স্ক ব্যক্তিদের চাহিদা ও সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারঃ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে আমরা ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ইতোমধ্যে দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা সরাসরি জনসাধারণের নিকট পৌছানোর নিমিত্ত Interactive Voice Response (IVR) প্রযুক্তির মাধ্যমে মোবাইল ফোনে দুর্যোগ বার্তা প্রচারের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যে কোন মোবাইল থেকে ১০৯৪১ নম্বরে কল করে দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও সমুদ্রগামী জেলেদের জন্য সতর্ক সংকেত, নদনদীর পানির অবস্থা ও নদী বন্দরে জন্য সতর্ক সংকেত সম্পর্কিত তথ্য জানা যাচ্ছে। SMS এর মাধ্যমে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ের আগাম সংকেত এবং দুর্যোগে করণীয় বিষয়ে মোবাইল ফোনে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট বার্তা প্রেরণ করা যাচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ওয়েব পেইজ (www.ddm.gov.bd)-কে উন্নত ও তথ্য নির্ভর করা হয়েছে। প্রতিদিন প্রায় দুই শতাধিক ভিজিটর অধিদপ্তরের পেইজ visit করছেন। এছাড়া CDMP'র সহায়তায় ইলেক্টনিক লাইব্রেরী (www.dmic.gov.bd/e-library) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকে প্রাতিষ্ঠানিকরণঃ বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক জ্ঞান এবং অনুশীলনকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করার লক্ষ্যে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম ও পাঠ্য বই-এ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান ও মাষ্টার্সে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়কে মডিউলভুক্ত করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও প্রতি বছর ‘জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস’ এবং ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস’-এ দেশ জুড়ে স্কুলগুলোতে ভূমিকম্পে আত্মরক্ষার কৌশল বিষয়ে মহড়ার আয়োজন করা হচ্ছে। এ পদক্ষেপগুলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-র আওতায় প্রায় ৫০ হাজার স্বেচ্ছাসেবীকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া Comprehensive Disaster Management Programme (CDMP)-র সহায়তায় নগর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে এ পর্যন্ত ২৬ হাজার স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দুর্যোগ সাড়াদানে তাদেরকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়েছে। তারা গত বছর রানা প্লাজা ধসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। নগর দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে ৬২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণক্রমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। সিডিএমপি-র সহায়তায় আনসারদের নিয়ে বন্যা মোকাবেলায় স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা হচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ অনুযায়ী জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন তৈরির বিধি-বিধান প্রস্তুত করা হচ্ছে। ৫২০০ টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে আমরা ইতোমধ্যে ৩৭৭০ টি বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছি।

ভূমিকম্প মোকাবেলায় প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থাঃ ভূমিকম্পসহ যেকোন দুর্যোগে দ্রুত উদ্ধার কাজ চালানোর জন্য সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে দুর্যোগ পরবর্তী অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ভারী ও হাল্কা যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে এবং আরও ১৫৮ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয়ের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগে এসব যন্ত্রপাতি জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহারের লক্ষ্যে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সিটি কর্পোরেশনের কাছে দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে কর্ম-পরিকল্পনা (কন্টিনজেন্সি প্লান) গ্রহণ করা হয়েছে। মাইক্রোজোনেশন ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। রংপুরসহ আরও ৯টি শহরের ম্যাপ তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

ঝুঁকিহ্রাসে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিঃ সরকারের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের অন্যতম কৌশল হল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর মাধ্যমে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এ জন্য বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ইত্যাদির পাশাপাশি রয়েছে বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ (GR, VGF ও VGD) এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, টেস্ট রিলিফ কর্মসূচি। এছাড়া Market Access এর সুবিধা বাড়ানোর জন্য রয়েছে অর্থ দ্বারা মজুরী পরিশোধের বিনিময়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা (EGPP)। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রধান ১০টির মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ৫টি বাস্তবায়ন করছে। এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনের পাশাপাশি দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে দরিদ্র ও বয়স্ক জনগোষ্ঠির সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উন্নতর পুনঃনির্মাণ (Build Back Better)ঃ দুর্যোগ উত্তর পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় অন্যতম কৌশল হল পূর্বে যা ছিল তার চেয়ে ভালো এবং দুর্যোগ সহনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা। বাংলাদেশ সরকার সে লাক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলসহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় টর্নেডো-তে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য দালান-গৃহ নির্মাণ তারই একটি নজির। বয়স্ক ব্যক্তিগণ দেশের বোঝা নয় বরং তাদের অর্জিত জ্ঞান ব্যবহার এবং তাদের কাজের মধ্যে সামিল করার ক্ষেত্রে এদেশের জনগোষ্ঠির রয়েছে চিরন্তন অভিজ্ঞতা। Indigenous Knowledge-কে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে ব্যবহার করেই আজকের বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিশ্বব্যাপী রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। তাই এ কথা আমরা বলতেই পারি– “দুর্যোগে মোরা নই দিশাহীন, সংগে আছেন অভিজ্ঞ প্রবীণ”।

মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৮ আশ্বিন ১৪২১
১৩ অক্টোবর ২০১৪

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১৩ অক্টোবর ২০১৪ “ আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস” পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

যে কোন দুর্যোগে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক ব্যক্তিগণই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হন। বিশেষ করে দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রবীণদের রয়েছে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আমরা দুর্যোগ মোকাবেলায় জীবনব্যাপী সক্ষমতা অর্জন করতে পারি। এ প্রেক্ষিতে দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য “জীবনব্যাপী সক্ষমতা”-অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-কে সরকারি তহবিল সরবরাহ করেন। সিপিপিকে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ও সরকার যৌথ কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করেন। যা দেশের দুর্যোগ ঝুঁকিঁহ্রাসে একটি অনন্য মাইলফলক। জাতির পিতা উপকূলীয় অঞ্চলে মাটির কিল্লা তৈরি করেন যা আজও “মুজিব কিল্লা” নামে পরিচিত। এ সকল কিল্লা ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় প্রাণিসম্পদের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা দুর্যোগ ঝুকিঁহ্রাস ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে সুসমন্বিত ও উন্নত করার লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করি। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ১৯৯৭ প্রণয়ন করি যা ২০১০ সালে সংশোধন করে যুগোপযোগী করা হয়। ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর আমরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫ এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১ প্রণয়ন করি। এছাড়া শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে র‌্যাম্প স্থাপন করা হয়।

আমরা সার্ক এগ্রিমেন্ট অন রেপিড রেসপন্স টু ন্যাচারাল ডিজাস্টার চুক্তি সম্পাদন করেছি। দ্রুত সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, ওয়াসা, টিএন্ডটি, তিতাস গ্যাস, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোতে কন্টিনজেন্সি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ফায়ার ব্রিগেডসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সামর্থ্য বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়েছে। দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের গৃহীত এসকল কার্যক্রমের ফলে জীবন ও সম্পদের ক্ষতি উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশকে বিশ্বে একটি অনুসরণীয় দেশ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

দুর্যোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুকিঁহ্রাস ও জানমাল এবং পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা অনেকাংশে সম্ভব। দেশের জনগণই হবে দুর্যোগ মোকাবেলায় সবচেয়ে বড় শক্তি। তাই আমি দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের পাশাপাশি সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাই।

আমি “আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০১৪” উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৮ আশ্বিন ১৪২১
১৩ অক্টোবর ২০১৪

বাণী

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ ব্যাপক দুর্যোগ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্ণেডো, কালবৈশাখী, ভূমিধস, জলাবদ্ধতা, অগ্নিকান্ড, লবণাক্ততা ইত্যাদি প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ বাংলাদেশে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞদের মতে ঢাকা মহানগরীসহ দেশের উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশকে বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম বলে চিহ্নিত করেছেন।

বাংলাদেশ বর্তমানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সক্ষমতা অর্জন করেছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপের ফলে দেশে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মজবুত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে দক্ষ জনবল তৈরির প্রতি বাংলাদেশ সরকার যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছে। তৃতীয় থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দেশের ৪২ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে “দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা” বিষয়ে সম্মান বা ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়েছে। সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে “দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা” বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। নগর এলাকায় ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য ৬৪ কোটি টাকার অনুসন্ধান ও উদ্ধার যন্ত্রপাতি ক্রয় করে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং সিটি কর্পোরেশনগুলোকে দেওয়া হয়েছে। আরও ১৫৮ কোটি টাকার অনুসন্ধান ও উদ্ধার যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)'র কার্যক্রম উপকূলীয় ১৩ টি জেলার ৩৭ টি উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির অধিনে ৪৯,৩৬৫ স্বেচ্ছাসেবককে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে সদা প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ৬২ হাজার নগর স্বেচ্ছাসেবক তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এ পর্যন্ত ২৬ হাজার স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে অধিকতর দক্ষতার সাথে দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম হচ্ছে এবং দুর্যোগে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রতি বছর ১৩ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী ‘আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস’ পালিত হচ্ছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয়ে দুর্যোগ মোকাবেলায় দেশের প্রবীন ও বয়স্ক নাগরিকদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দিবসটি পালনের অন্যতম লক্ষ্য হলো দুর্যোগ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা। দুর্যোগ বিষয়ে সর্বস্তরের জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে এ বছর দেশব্যাপী র‌্যালী, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী, শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, পোষ্টার লাগানো, লিফলেট বিতরণ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, গোলটেবিল আলোচনা, ক্রোড়পত্র প্রকাশ, রেডিও-টেলিভিশনে আলোচনা অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। এ সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে দুর্যোগে করণীয় সম্পর্কে দেশব্যাপী জনসচেতনতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা ও অংশ গ্রহণে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১৪ এর কর্মসূচিসমূহ সাফল্যমন্ডিত হবে বলে আশাবাদ ব্যাক্ত করছি।

মেছবাহ উল আলম

সৌজন্যেঃ **কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)**
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

UKaid European Union NORWEGIAN EMBASSY SWEDEN Australian Aid UNDP